

অধ্যায় ০৭

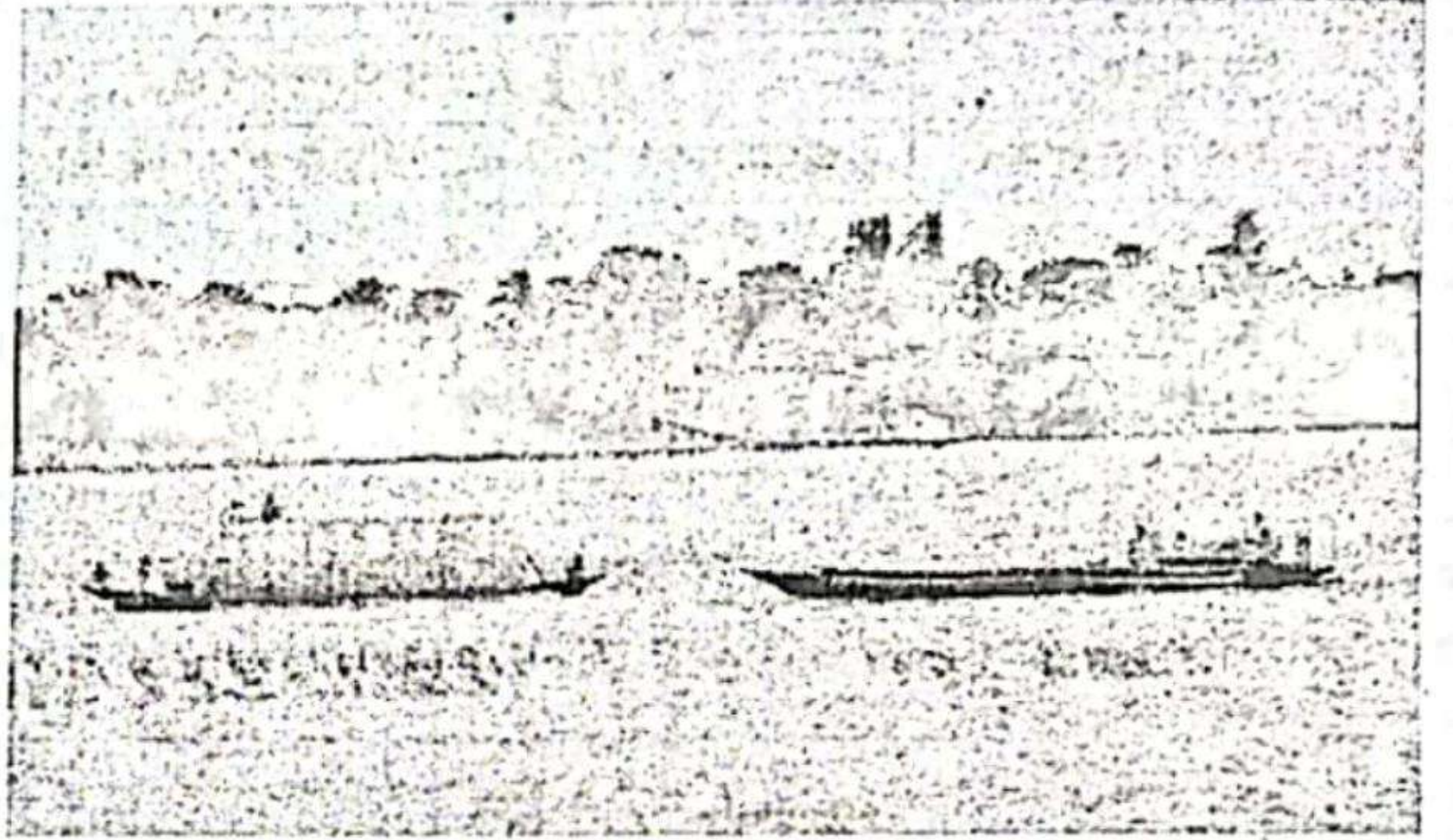
বাংলাদেশের জলবায়ু

আলোচ্য বিষয়াবলি

- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি • বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ • জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মোকাবিলায় করণীয় • আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব।

এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

‘আবহাওয়া’ ও ‘জলবায়ু’ শব্দ দুটি এক বলে মনে হলেও বস্তুত এক নয়। আবহাওয়া হলো কোনো একটি এলাকার এক দিন বা দিনের কোনো বিশেষ সময়ের বাতাসের তাপ, চাপ, আর্দ্রতা। তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ ও গতি, বাতাসের আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হিসাব করে এটা নির্ধারণ করা হয়। আবহাওয়া প্রতিদিন, এমনকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাতে পারে, বদলায়ও। অন্যদিকে কোনো এলাকার ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে বলা হয় তার জলবায়ু। মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তন এবং ভোগ-বিলাসিতা অথবা উন্নয়নের কারণে জলবায়ু তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারায়। যার দরুন পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবের মতো বিষয়সমূহকে আমাদের মোকাবিলা করতে হয়।



অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন— ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, টর্নেডো, কালবৈশাখী প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশে সাধারণত কোন মৌসুমে নদীভাঙন দেখা দেয়?
ক) গ্রীষ্ম ● বর্ষা
গ) শীত ● বসন্ত
- আমাদের দেশে নদীভাঙনের কারণ হচ্ছে—
i. নদীগুলোর চলার পথ সোজা না হওয়া
ii. নদীর পাড়ের মাটির দুর্বল গঠন
iii. নদীর পাড়ে প্রচুর গাছপালা থাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ● i ও ii
খ) ii
গ) i, ii ও iii

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
কক্সবাজারের মেয়ে রূপসা ঘরে বসে রেডিও শুনছিল। রেডিওতে সতর্ক বার্তা শুনে সে এবং তার পরিবারের সদস্যগণ আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রের দিকে রওনা হলো।
- রূপসা কিসের সতর্ক বার্তা শুনছিল?
● ঘূর্ণিঝড়ের ● ভূমিকম্পের
গ) নদীভাঙনের ● টর্নেডোর
- রূপসার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ হচ্ছে—
i. পুরো এলাকা দূত প্রাণিত হয়ে যেতে পারে
ii. একটি কম্পনের পর পরই আর একটি কম্পন শুরু হবে
iii. আশ্রয়কেন্দ্রে সময়মতো পৌঁছানো নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii ● i ও iii
গ) ii ও iii খ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর দেখে জারিফ চমকে ওঠে। বিশ্বব্যাপী এক ধরনের গ্যাস অধিক নিঃসরণের জন্য জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মতো সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি উচ্চতার দেশগুলো আজ হুমকির মুখে পড়েছে। এই বিপর্যয়ের জন্য জারিফ মানবসৃষ্ট নানা কর্মকাণ্ডকে দায়ী করে এক ধরনের উৎকণ্ঠা অনুভব করে।

- ক.** বাংলাদেশ কোন অঞ্চলে অবস্থিত? ১
খ. বাংলাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের বাংলাদেশ কী ধরনের হুমকির মুখোমুখি—
 ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপর্যয়ের জন্য মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডই দায়ী— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।
খ. মৌসুমের শুরুতে কোথাও কোথাও কালবৈশাখী ঝড় হয়। সমুদ্র উপকূলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসও হয়। বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ দিক থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস বয়ে যায়। একে মৌসুমি বায়ু বলা হয়। এ মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবে দেশের সব এলাকায় সমান বৃষ্টিপাত হয় না। সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অন্যদিকে, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া অঞ্চলে কম বৃষ্টি হয়। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে বেশ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়।

গ. পৃথিবীব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণে নানা দিক থেকে বাংলাদেশ আজ হুমকির সম্মুখীন।
 পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণগুলো প্রায় একই। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবেই বিশ্বে পরিচিত। এদেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তথা গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর দুই মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে একসময় বাংলাদেশের মতো দেশগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে। অতিরিক্ত পানি বৃদ্ধির ফলে ঘন ঘন বন্যা হচ্ছে। যার প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে শুরু করেছে। তাছাড়া নদীভাঙনের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ভয়াবহতা ২০০৭ এবং ২০০৯ সালে সংঘটিত 'সিডর' ও 'আইলা' এর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এছাড়া ভূমিকম্পের প্রকোপ পৃথিবীব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপর্যয়ের জন্য মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডই দায়ী। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।
 পৃথিবীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী এ গ্যাসের নাম 'গ্রিন হাউস গ্যাস'। আর বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাজকর্মই সবচেয়ে বেশি দায়ী। কারণ মানুষের তৈরি গ্রিন হাউস গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহনের তেল ও গ্যাসের ধোঁয়া, ইটের ভাটা প্রভৃতি থেকে এ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে, মানুষ তাদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করে। যদিও পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলো যে পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে,

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ ততটা করে না। সেদিক থেকে জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য উন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ী। তাছাড়া ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষ তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কলকারখানা ও যানবাহন থেকে অনবরত নির্গত হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, সিএফসি প্রভৃতি গ্যাসের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে। অর্থাৎ মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে তা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি।

প্রশ্ন ২ আরিক টেলিভিশনে 'বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দেখছিল। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দেখানো হয় কীভাবে উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষিজমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয়, উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে জনজীবন ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ অঞ্চলে অবস্থানগত কারণে প্রায়শই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে।

- ক.** প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়কে কী বলে? ১
খ. কালবৈশাখী কী? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে দেখানো দুর্যোগ ঘটান কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দেখানো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়— ব্যাখ্যা কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয় টর্নেডো।
খ. কালবৈশাখী হলো এক ধরনের ক্ষণস্থায়ী ও স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট প্রচণ্ড ঝড়। সাধারণত বৈশাখ মাসেই এ ঝড় বেশি হয় বলে একে কালবৈশাখী বলা হয়। প্রায় সময় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এ ঝড়টা আসে। টর্নেডোর মতো অত বিধ্বংসী না হলেও এ ঝড়েও জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। ঘরবাড়ি উড়িয়ে নেয়, গাছপালা উপড়ে ফেলে। নৌচলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। কালবৈশাখীর কবলে পড়ে ভয়াবহ নৌ দুর্ঘটনাও ঘটে।

গ. প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনজীবন ও পরিবেশকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর এ দুর্যোগের ধরন হলো— ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, টর্নেডো, কালবৈশাখী প্রভৃতি। উপকূলীয় অঞ্চলে উল্লিখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবের ফলে ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডর এদেশের ২৮টি জেলার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর ২০০৯ সালের ৫ মে আইলায় মানুষ, পশুপাখি, ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জনজীবন ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো বন্যা। বৃষ্টির পানি ও পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি একসঙ্গে মিশে নদীগুলোর পানি উপচে দুই কূলের জনপদকে প্রাণিত করে। এভাবে বন্যা সৃষ্টি হয়। এ বন্যা মানুষের প্রাণনাশের হুমকি সৃষ্টি করে। যেমন— ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে এদেশে বড় আকারের বন্যা হয়েছিল। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে টর্নেডো অন্যতম। এটি এক ধরনের প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়। এটি কোনো স্থানে আচমকা আঘাত হেনে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু লুপ্তভুপ্ত করে দিয়ে যায়। এর স্থায়িত্বকাল খুবই অল্প, কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট মাত্র। কালবৈশাখীও মানুষের জীবননাশ করে। এটি এক ধরনের ক্ষণস্থায়ী ও স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট প্রচণ্ড ঝড়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দেখানো দুর্যোগটি হচ্ছে খরা। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের অভাবে খরা হয়। প্রায় প্রতিবছর বসন্তের শেষ ও গ্রীষ্মের শুরুতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে খরা দেখা দেয়। এ খরার প্রভাবে কৃষি জমিগুলো শুকিয়ে যায়। জমিনের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়। বৃষ্টিপাতের অভাব ছাড়াও বিভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণেও খরা হয়। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পুরাপুরি প্রতিরোধ করা হয়তো সম্ভব নয়। তবে সচেতন হলে ও সময়মতো ব্যবস্থা নিলে খরাজনিত ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি কমানো সম্ভব। এজন্য ভূগর্ভস্থ

পানির স্তর পরীক্ষা করে মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের অভাবের ফলেও কৃষি জমিগুলো শুকিয়ে যায়। সেজন্য আমাদের উচিত এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ। আর তা না হলে বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। তাই আমি মনে করি, উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক খরা নামক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ ১ : বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২)
শিখনফল ১.১ : বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রশ্ন ৩ : সৌমিক চাঁদপুর জেলার বড় স্টেশনে ঘুরতে যায়। পদ্মা-মেঘনার মিলিত মোহনা তাকে বিমোহিত করে। ঐতিহ্যবাহী ইলিশ দেখার জন্য ইলিশ চত্বরে যাওয়ার পথে নদীর ভাঙন দেখে সে স্তম্ভ হয়ে যায়। এ কোন শক্তি! আচমকা দৃশ্যে বন্ধু সাজ্জাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। সাজ্জাদের বর্ণনায় বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যার প্রভাবেই এ নদীভাঙন।

- ক. শীতকালে বাংলাদেশের তাপমাত্রা কত সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে? ১
- খ. বাংলাদেশে কেন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়? ২
- গ. জলবায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে বাংলাদেশে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ কর। ৩
- ঘ. সাজ্জাদের বর্ণনায় বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শীতকালে বাংলাদেশের তাপমাত্রা $11^{\circ}-29^{\circ}$ সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

খ. বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ দিক থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস বয়ে যায়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ও মেঘমালা হিমালয়, আরাকান, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে বাধা পায়। যার প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। শরৎকালে বৃষ্টি হয়; কিন্তু পরিমাণে কম। বর্ষাকালের শুরু ও শেষ সময়ে নদীভাঙন বেশি ঘটে।

গ. বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত সমভাবাপন্ন। সমভাবাপন্ন এজন্য যে, বাংলাদেশের অনুকূল ও প্রতিকূল দুই ধরনের আবহাওয়া প্রায় সমান বিরাজ করে। অনুকূল আবহাওয়া বাংলাদেশের প্রকৃতিকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলারূপে গড়ে তোলে। অন্যদিকে, প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাবে প্রতিবছর সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখী ও টর্নেডো এবং অতি বৃষ্টির মতো কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে। বাংলাদেশে বর্ষাকালে সব এলাকায় বৃষ্টিপাত সমান হয় না। সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। এরপর কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে। সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে। নিচে বর্ষাকালে বাংলাদেশের চিত্র অঙ্কন করা হলো—



চিত্র : বর্ষাকাল

ঘ. সাজ্জাদের বর্ণনায় বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত সমভাবাপন্ন। জলবায়ু বলতে একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে বোঝায়। মানুষের জীবনে জলবায়ুর প্রভাব বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ। মৌসুমি জলবায়ুর কারণে এদেশে বছরের বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য ঘটে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রভাবিত হয় বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। এতে অতি বৃষ্টি, অকাল বন্যা প্রভৃতি দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেখা দেয় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যেমন—ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখী ও টর্নেডো প্রভৃতি বাংলাদেশে সাধারণত গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা থাকে। এসময় দেশের উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা $80-85$ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে। তবে কোনো কোনো বছর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন $8-9$ ডিগ্রি নেমে যেতে দেখা যায়। বাংলাদেশে বেশি শীত পড়ে শ্রীমঙ্গলে। গাছপালা প্রস্বেদন ও বাষ্পীয় ভবনের সাহায্যে বায়ু জলীয় বাষ্পপূর্ণ হয় এবং তা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি দেশে মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ বনভূমি রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাজ্জাদের জলবায়ুর উপরিউক্ত প্রকৃতি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

পাঠ ২ : বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪)
শিখনফল ২.১ : বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ : মুশফিক ঈদের ছুটিতে বাবার সাথে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে যায়। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী দেখে সে মুগ্ধ হয়। বানরের খাচার সামনে যেতে না যেতেই মুশফিক থমকে দাঁড়ায়। বিন্ময়ে বাবাকে বলে, বাবা বিশালাকার প্রাণী ডাইনোসর কোথায়? বাবা বলেন, বিশালাকার এ প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণেই মূলত এ প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। সেজন্য অন্য প্রাণীদের রক্ষার্থে এর প্রতিরোধ আবশ্যিক।